স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৮

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, রবিবার, ১১ চৈত্র ১৪২৪, ২৫ মার্চ ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ,
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
সম্মানিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৮ বিতরণ অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ২৩ বছরের সংগ্রাম এবং ৯ মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। স্মরণ করছি চার জাতীয় নেতা, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ এবং নির্যাতিত মা-বোনকে। মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম জানাচ্ছি।

কৃতজ্ঞতাভরে আরও স্মরণ করছি বিশ্বের বিভিন্ন মিত্রদেশের সরকার ও জনগণকে, যাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

যে সকল বরেণ্য ব্যক্তি ২০১৮ সালের স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। যাঁরা মরণোত্তর পুরস্কার লাভ করেছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

আজ সেই ভয়াবহ পঁচিশে মার্চ। ১৯৭১ সালের আজকের রাতেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইট নামের নৃশংস অভিযানে নিরীহ বাঙালি হত্যায় মেতে উঠেছিল। আমি সেই কালরাতের শহিদদের স্মরণ করছি।

এই রাতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে হানা দেয় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের জন্য। গ্রেফতারের আগেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তৎকালীন ইপিআর-এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে এই স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হয়। ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা বার বার প্রচার করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে নানা কল্পকাহিনী তৈরি করা হয়। ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। ৭ই মার্চের ভাষণ প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়।

কিন্তু সত্য চাপা দেওয়া যায় না। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সত্য সামনে চলে এসেছে। গত বছর ইউনেস্কো জাতির পিতার ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্য দলিলের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ৭ই মার্চের ভাষণ এখন শুধু বাংলাদেশের সম্পদ নয়, এটি বিশ্বের সম্পদ।

৪৮তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বাঙালি জাতির জন্য আরেকটি সুখবর আমরা পেয়েছি। জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের সনদপত্র দিয়েছে।

বিগত তিন বছর ধরে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য প্রধানত তিনটি শর্তের মধ্যে ২টি শর্ত পূরণ করলেই উত্তরণের সনদ পাওয়া যায়। কিন্তু, বাংলাদেশ তিনটি শর্তই বেশ বড় ব্যবধানে পূরণ করেছে।

(১) বিগত ৩ বছরের মাথাপিছু গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম (জিএনআই)- এর গড় ১ হাজার ২৪২ মার্কিন ডলারের বেশি হতে হয়। বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৬১০ মার্কিন ডলার।

(২) হিউম্যান অ্যাসেট ইনডেক্স (এইচএআই) ৬৬ বা তার উপরে হতে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের এইচএআই ৭২.৯।

(৩) ইকনমিক ভালনারেবিলিটি ইনডেক্স (ইভিআই) ৩২-এর নিচে হতে হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইভিআই ২৫।

এর আগে ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংক আমাদের নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এদেশের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের শ্রমের ফলেই এসব সফলতা এসেছে। আমরা সরকারে থেকে নীতি প্রণয়ন করেছি, পরিকল্পনা দিয়েছি। সাধারণ মানুষ তা বাস্তবায়ন করেছেন। আমি প্রিয় দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি একজন আশাবাদী মানুষ। এদেশের মানুষের উপর আস্থা আমার সব সময়ই ছিল। জাতির পিতাও কোনদিন সাধারণ মানুষের উপর আস্থা হারাননি। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, এ দেশের মানুষ উন্নত জীবনের সুযোগ পাবে, আমরা দেরিতে হলেও সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে হত্যার পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রথম ২১ বছর এবং পরে আরও ৭ বছর রাষ্ট্র পরিচালনার বাইরে ছিল। আমরা দু'দফায় ১৪ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করছি।

আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, আমাদের এই ১৪ বছরে বাংলাদেশ যতটা এগিয়ে গেছে আওয়ামী লীগের বাইরের দলগুলো দ্বিগুণ সময় ক্ষমতায় থেকেও তা করতে পারেনি।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ দেশের একটি। অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রের অধিকাংশ সূচকে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে ছাড়িয়ে গেছি। বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

আমি আর্থ-সামাজিক খাতের কয়েকটি সূচকের তুলনা দিচ্ছি। এতেই সবকিছু পরিস্কার হবে।

কয়েকটি সূচকের তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক	সূচক	বিএনপি-জামাত ২০০৫-০৬	আওয়ামী লীগ ২০১৬-১৭
১	মাথাপিছু আয়	৫৪৩ মার্কিন ডলার	১,৬১০ মার্কিন ডলার
২	দারিদ্র্য	৪১.৫ শতাংশ	২২ শতাংশ
৩	প্রবৃদ্ধির হার	৫.৪০ শতাংশ	৭.২৮ শতাংশ
৪	রপ্তানি	১০.৫ বিলিয়ন ডলার	৩৪.৬৭ বিলিয়ন ডলার
৫	জিডিপি'র আকার	৪ লা. ৮২ হা. ৩৩৭ কোটি টাকা	১৯ লা. ৭৫ হা. ৮১৭ কোটি টাকা
৬	রিজার্ভ	৩.৪৮ বিলিয়ন ডলার	৩৩ বিলিয়ন ডলার
৭	মুদ্রাস্ফীতি	৭.১৬	৫.৮৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত
৮	বৈ. বিনিয়োগ	০.৭৪৪ বিলিয়ন ডলার	প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার
৯	বাজেট	৬১ হাজার ৫৭ কোটি	৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকা
১০	এডিপি	১৯ হাজার কোটি টাকা	১ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা
১১	বিদ্যুৎ	৩২০০ মেগাওয়াট	১৬,৬০০ মেগাওয়াট

সুধিবৃন্দ,

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু একাত্তরের যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু জিয়াউর রহমান সাড়ে ১১ হাজার সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধীকে জেলখানা থেকে মুক্তি দেয়। রাজাকার-আলবদরদের রাজনীতিতে পুনর্বাসন ও রাস্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার করে। সে দম্ভ করে বলত: I will make politics difficult.

সত্যিই বাংলাদেশকে সে এমন একটা অবস্থায় রেখে গেছে, সেখান থেকে দেশ সঠিক পথে নিয়ে আসতে বেগ পেতে হচ্ছে। ইতিহাসে বিকৃতির মাধ্যমে একটা প্রজন্মকে ভুল পথে পরিচালিত করা হয়েছে। লুটপাট, দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের গোড়া পত্তন ঘটেছে তার সময়ে। তারই ধারাবাহিকতায় খালেদা জিয়া নিজামী-মোজাহিদদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা তুলে দেয়।

যারা বাংলাদেশের জন্মের বিরোধিতা করল, তাদের বাড়িতে-গাড়িতে এ দেশের পতাকা তুলে দেওয়া হল! স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে এর চেয়ে লজ্জার আর কী থাকতে পারে?

আমরা ন্যায়বিচার ও সুশাসন নিশ্চিত করতে ১৯৭১ সালে সংঘটিত গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করি। যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি মেনে বিচার সম্পন্ন করা হচ্ছে।

আমরা সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের প্রতি শূণ্য সহনশীলতা নীতি গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ সব ধর্মের, সকল মানুষের। ইসলামের নামে কেউ মানুষ হত্যা করলে তা মেনে নেওয়া হবে না। ইসলাম শান্তির ধর্ম। এই শান্তির ধর্মকে কলুষিত হতে দেওয়া হবে না।

সুধিবৃন্দ,

আমরা গর্ব করার মত অনেক কিছুই অর্জন করতে যাচ্ছি। ঈশ্বরদীতে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে আমরা 'সম্ভ্রান্ত' (এলিট) পারমাণবিক ক্লাবের সদস্য হয়েছি। আর কয়েকদিনের মধ্যেই মহাকাশে বাংলাদেশের পতাকা-সংবলিত আমাদের নিজস্ব বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হবে। এর মাধ্যমে আমরা স্যাটেলাইট ক্লাবের সদস্য হতে যাচ্ছি। রাজধানী ঢাকায় স্বপ্নের মেট্রোরেলের কাজ এগিয়ে চলছে। যে কোন মেগাসিটির জন্য মেট্রোরেল একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং আভিজাত্যের বিষয়। আমরা সেটি নির্মাণ করছি। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর মত মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। এতে আমাদের আর্থিক সক্ষমতার প্রতিফলন ঘটেছে।

বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। এই এগিয়ে যাওয়া যাতে ব্যাহত না হয়, এজন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। বাংলাদেশ যখনই এগিয়ে যায়, তখনই ষড়যন্ত্র হয়। সকল ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

আমরা একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চাই। আমরা জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের এখানে থেমে থাকলে চলবে না। নতুন উদ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ, এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে আমাদের।

সম্মানিত সুধিমন্ডলী,

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৮৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ছয়টি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এ বছর ১৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করা হ'ল।

স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধসহ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আপনারা আজ সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হলেন।

আমি মনে এই পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের এবং দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল আপনাদের। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করবেন-এটাই আমার প্রত্যাশা।

আপনাদের সবাইকে আবারও আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...